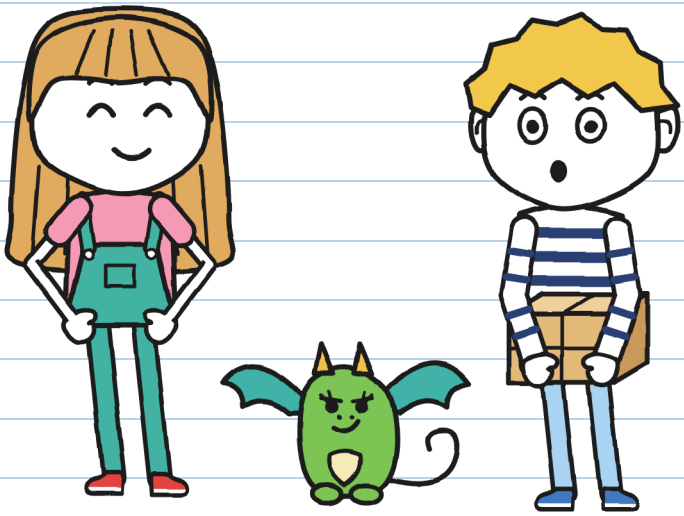
অসম্ভব ডেলিভারি · ১

এই পার্সেলটা কামড়ায়

Lui Eriksson



(গুনির খাতা)

সাইজ S
প্রাথমিক স্তর · ৭+

অসম্ভব ডেলিভারি · ১
এই পার্সেলটা কামড়ায়

লেখা ও ছবি: Lui Eriksson

সাইজ S · প্রাথমিক স্তর · ৭+

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

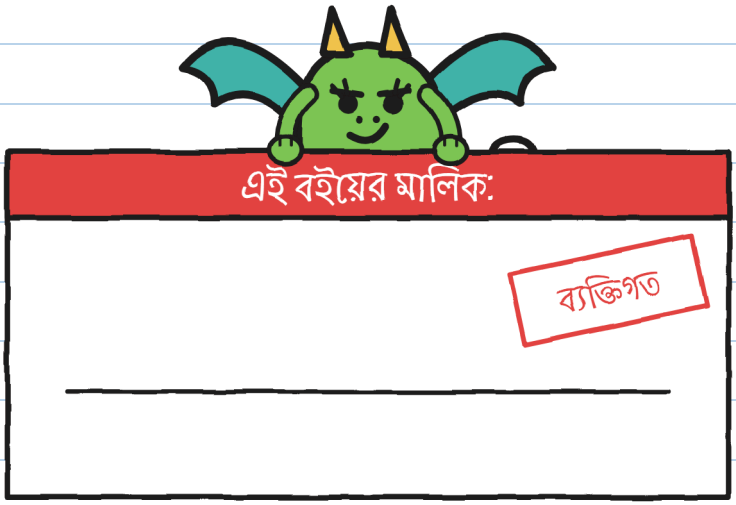
© ২০২৬ Lui Eriksson · info@linguaula.com

ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

LinguAula

প্রতিটা অধ্যায় অনুশীলন করো: linguaula.com

এই বইয়ে কোনো পার্সেল আহত হয়নি। প্রায় কেউই না। -হু.

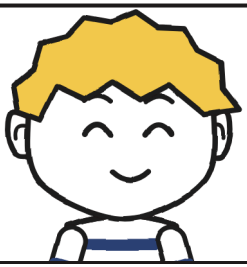


আর অন্য কারও না। -হু.

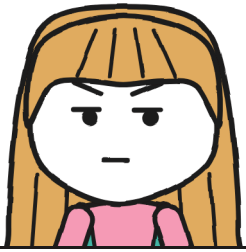
যদি এটা পেয়ে যাও, ভোরের আগে ফিরিয়ে দিয়ো।

টুকরো কামড়ায়, কারণ সে একটা গল্পের ভেতরে থাকে।
সত্যিকারের প্রাণীর বেলায় ৭৬ নম্বর পাতা দেখো। -হু.

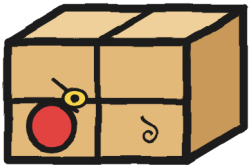
কে কে



গুনি। পাড়ার নতুন ছেলে। ডেলিভারি-বয়, প্রফেশনাল (মোটামুটি)। এই খাতা ওর।



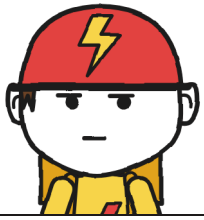
হুলিতা। ও সবুজ কালিতে লেখে, আর সবুজ কালিতে যা লেখে তা মোছে না।



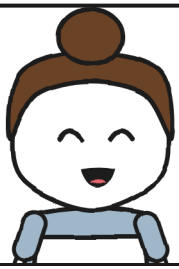
১ নম্বর পার্সেল। গন্তব্য: ড্রাগনদের বাড়ি। নির্দেশ: গরম রাখুন।



মারা। অসম্ভব ডেলিভারির মালিক। ওঁর নিয়ম মাত্র একটা।



তোনিও। বিজলির ডেলিভারি-বয়। ভীষণ তাড়াতাড়ি ভীষণ বোরিং জিনিস পৌঁছে দেয়।



এলিয়া। বেকারির কারিগর। ওঁর বেকারির গ্রিল দিয়ে ওভেনের গরম হাওয়া বেরোয়।

ডেলিভারির খাতা
গুনির

ব্যক্তিগত।

“ব্যক্তিগত”: আগে আমি পড়ব। -হু.

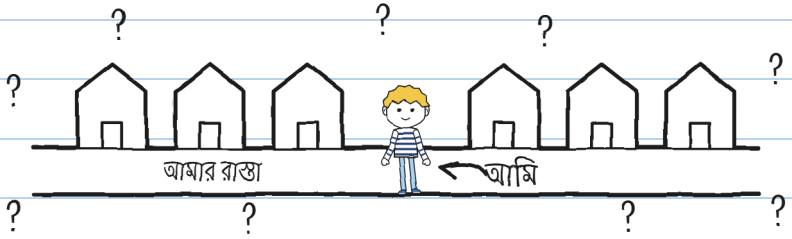


এই খাতাটা এসেছে বাড়ি বদলের ১৪ নম্বর বাক্স থেকে। বাক্সে লেখা ছিল রান্নাঘর। চামচ? একটাও না। শুধু এটা, একটা মোজা আর একটা রাবারের ব্যাঙ। ব্যাঙটা কারও না।

অধ্যায় ১

যেটা পৌঁছে দেওয়া যায় না

চার দিন হলো এই পাড়ায় এসেছি। একটা রাস্তা পুরোটা চিনে ফেলেছি।

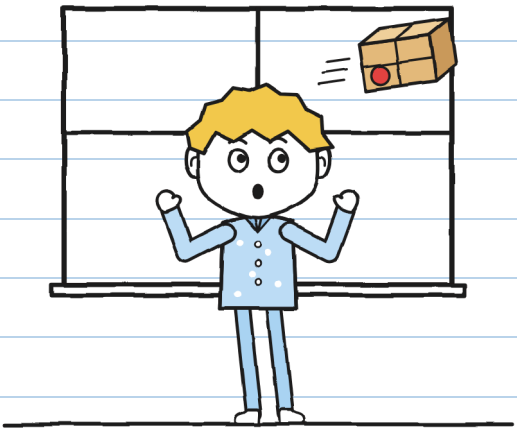


বন্ধু বানানোর আমার প্ল্যান:

১. হ্যালো বলা।
২. ইন্টারেস্টিং কিছু বলা।
৩. ???

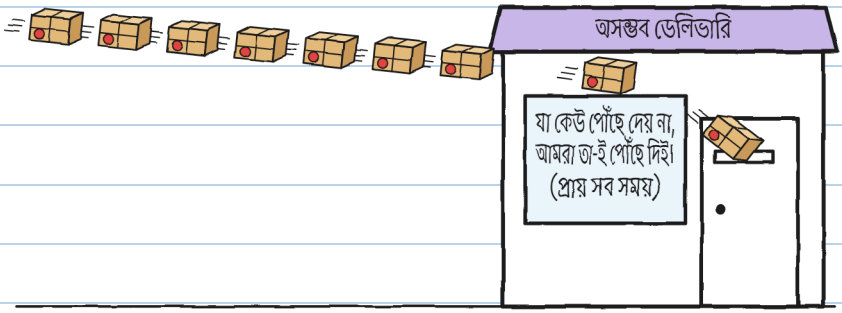
আমি ২ নম্বরে থেমে গেলাম। ৩ নম্বরের কোনো ধারণা নেই।

আজ সকালে কিছু একটা আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। ওটা আমার জানালার সামনে দিয়ে উড়ে গেল।



ওটা একটা পার্সেল ছিল।

তারপর আরেকটা। আর আরেকটা। নয়টা সারি বেঁধে, হাঁসের মতো। ওরা রাস্তা পার হলো। উল্টোদিকের দোকানের ডাকবাক্স দিয়ে ঢুকে গেল। (আরও এগারোটা আগেই ফিরে এসেছিল, যখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। সেটা পরে জেনেছি।)

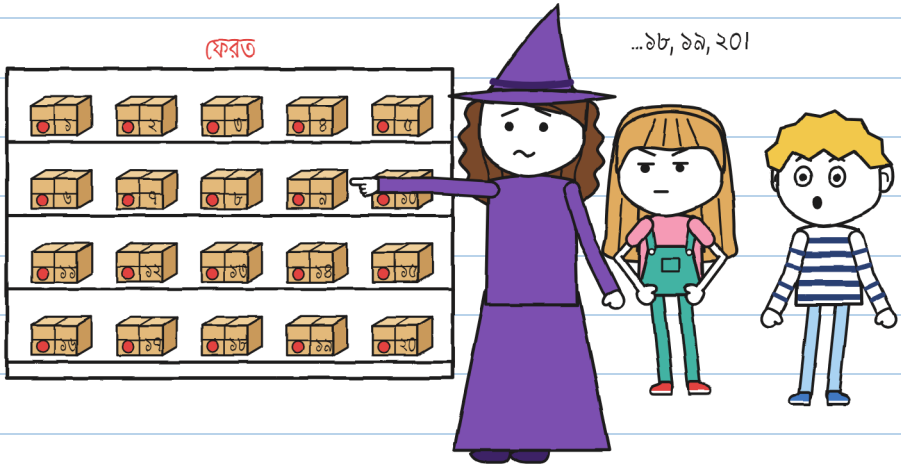


২ নম্বর ধাপ আমার তৈরিই ছিল: উড়ন্ত পার্সেল!

এটা ইন্টারেস্টিং না। এমন তো রোজ হয়।

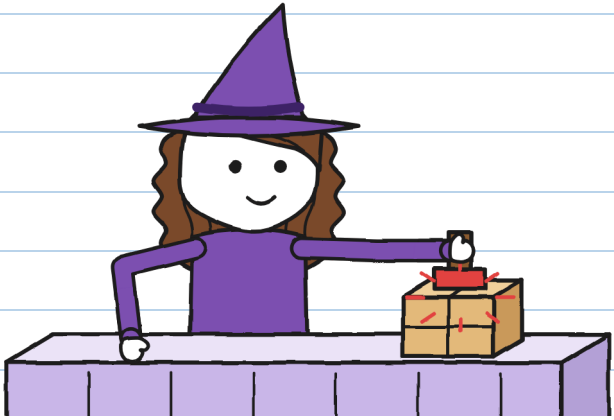
ওই নোটটা হুলিতার। ওর সঙ্গে আজ সকালে উল্টোদিকের দোকানে দেখা হয়েছে। ও সবুজ কালিতে লেখে, আর সবুজ কালিতে যা লেখে তা মোছে না। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি।

আমি রাতের পোশাকের ওপর ডোরাকাটা সোয়েটারটা পরলাম। আর রাস্তা পার হলাম।

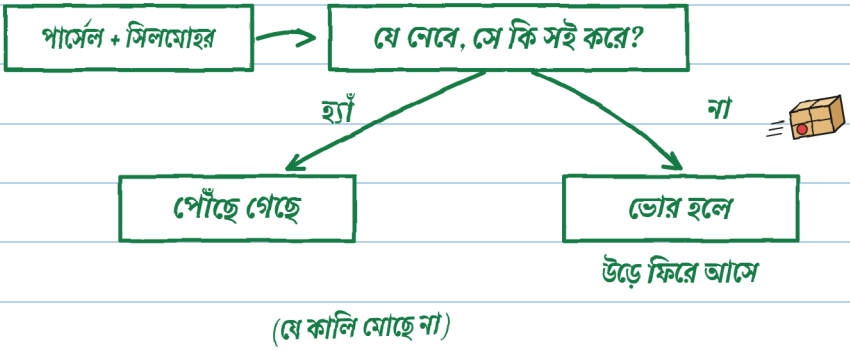


"সবাই ফিরে এসেছে," জাদুকরী বললেন। "আবার।"

জাদুকরীর নাম মারা। ওঁর একটা দোকান আছে, অসম্ভব ডেলিভারির। আর আছে একটা চকচকে সিলমোহর, পার্সেলে ছাপ দেওয়ার জন্য।



হুলিতা আমার খাতাতেই আমাকে বুঝিয়ে দিল। অনুমতি ছাড়াই!



(যে কালি মোছে না)

এভাবে কোনো পার্সেল হারায় না। পৌঁছায়ও না।

তাকে বিশটা ফেরত পার্সেল আছে: কেউ ওগুলো পৌঁছে দিতে পারেনি। সবগুলো পাঠান একজনই।

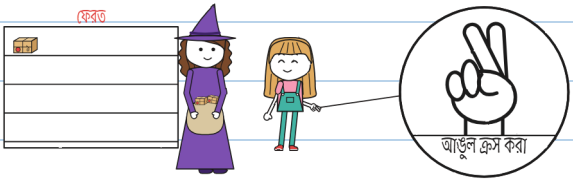
গন্তব্য: ...
প্রেরক: র.

"র. কে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"এমন একজন, যার হাতের লেখা খারাপ," মারা বললেন। এর বেশি কিছু না।

মারা উনিশটা পার্সেল একটা বস্তায় ভরলেন, আবার চেষ্টা করার জন্য। সেই রাতে ওঁর একটা পিয়ানো নিয়ে এক বাতিঘরে যাওয়ার কথা ছিল। উনি ভোর হলে ফিরবেন। একটা রয়ে গেল।

"ওটা হবে না," মারা বললেন। "নিয়ম একটাই: তাকটা ছুঁয়ো না।"

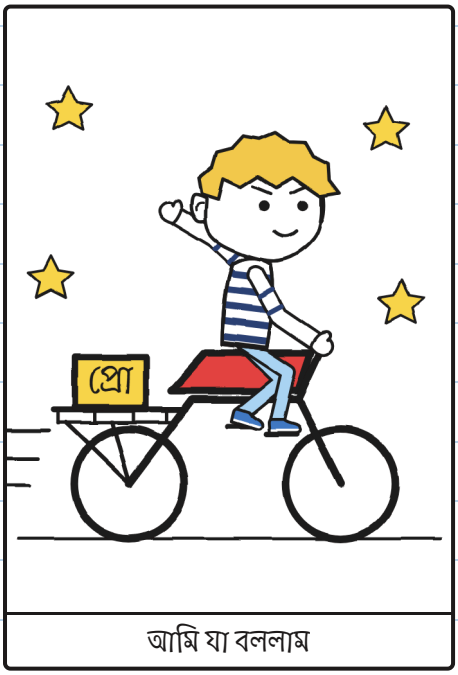
"অবশ্যই," হুলিতা বলল।



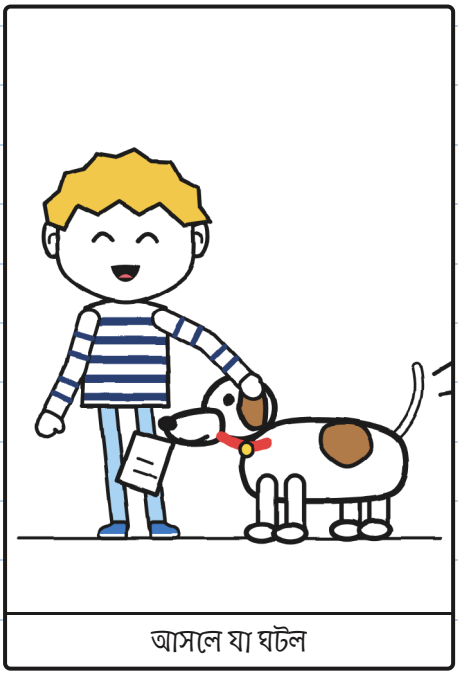
দরজা বন্ধ হলো। হুলিতা আমাকে আপাদমস্তক দেখল।
"তুমি ডেলিভারি করতে জানো?"

বন্ধু পাওয়ার জন্য যা বলার কথা, আমি তা-ই বললাম:

"হ্যাঁ। আমার আগের পাড়ায় আমি প্রফেশনাল ডেলিভারি-বয় ছিলাম।"



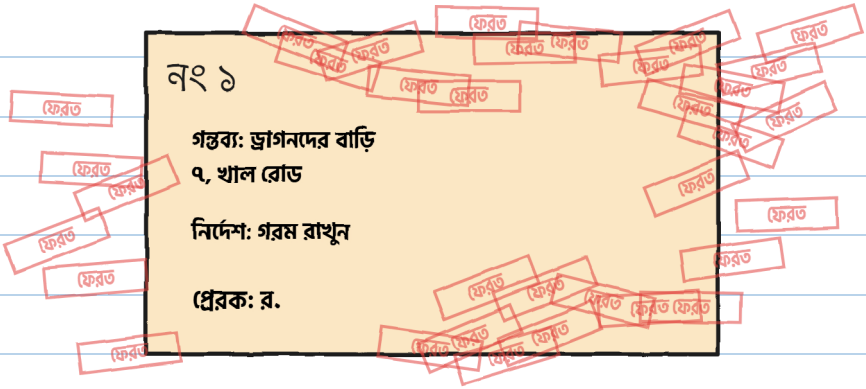
আমি যা বললাম



আসলে যা ঘটল

যাচ্ছেতাই প্রফেশনাল।

হুলিতা শেষ পার্সেলটা বের করল। ওটা ১ নম্বর, যেটা পৌঁছে দেওয়া যায় না। ওর হাত কাঁপছিল। আমারও, কিন্তু আমি ভালো লুকিয়েছিলাম। শুধু একটা জিনিসে ধরা পড়ে যেতাম: সোয়েটারটা পরেছি উল্টো!

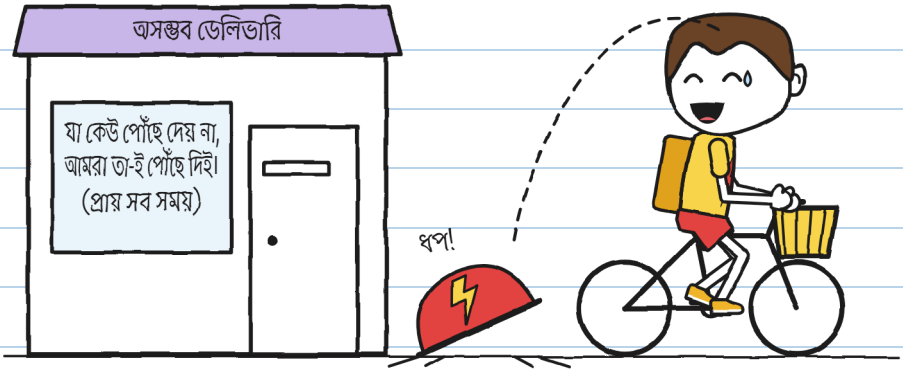


"আমরা এটা ভোরের আগেই পৌঁছে দেব," হুলিতা বলল। "তাহলে মারা দেখবেন যে আমি ফেরত পার্সেলও পৌঁছে দিতে পারি।"

"আর যদি না পারি?"
"তাহলে ওটা নিজেই ফিরে আসবে, আর এখানে কিছুই ঘটেনি।"

আমার প্ল্যানটা ভালোই লাগল। তখনও জানতাম না ভেতরে কী আছে।

ক্রিং! দোকানের কাচের জানালার বাইরে একটা ছেলে সাইকেল নিয়ে এল। মাথায় হেলমেট, পিঠে হলুদ ব্যাগ: বিজলি ডেলিভারি। দশ মিনিটে, নইলে বিনামূল্যে।

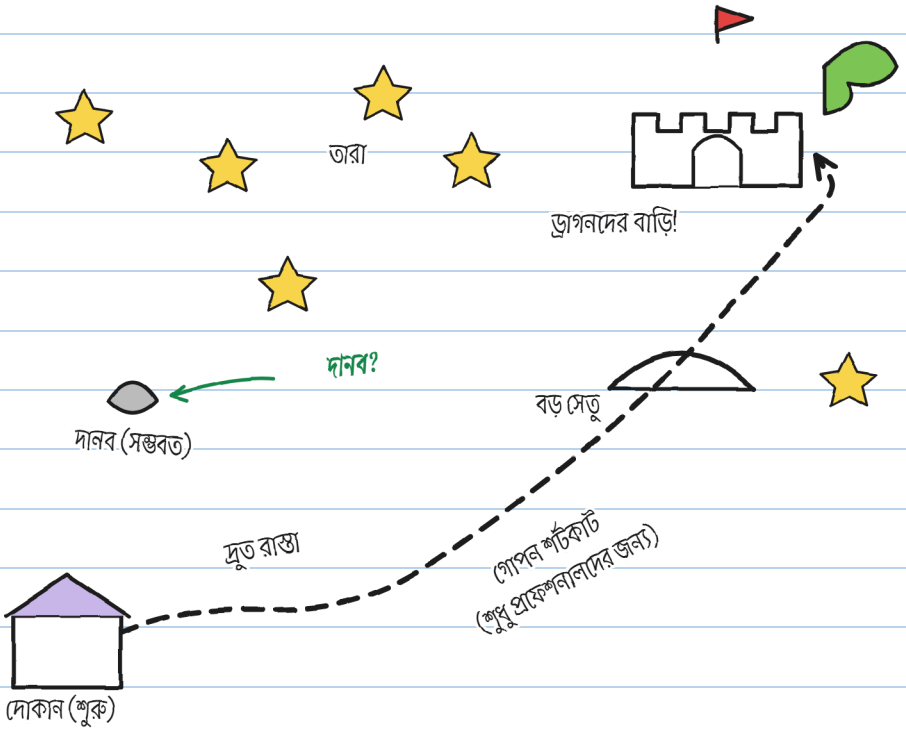


"অসম্ভব ডেলিভারি? অসম্ভব!" সে বলল। "তোমরা কিছুই পৌঁছে দাও না।"

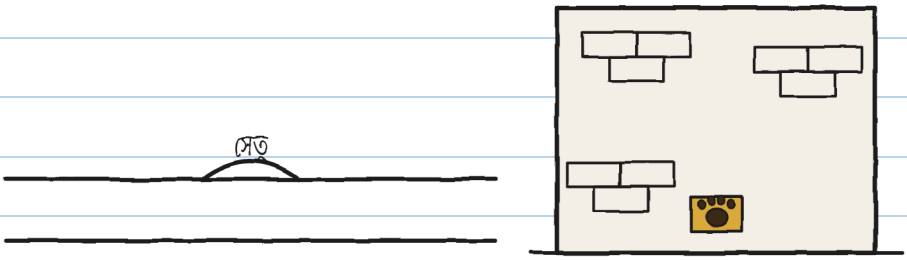
তোনিও। ভীষণ তাড়াতাড়ি ভীষণ বোরিং জিনিস পৌঁছে দেয়।

"আজ আমরা এটা পৌঁছে দেব," হুলিতা বলল। তোনিও পড়ল "ড্রাগনদের বাড়ি"। সে এত হাসল যে তার হেলমেট খুলে পড়ে গেল।

আমি ডেলিভারির একটা ম্যাপ আঁকলাম। প্রফেশনালরা ম্যাপ আঁকে।



তারাগুলো রাস্তার ওপর নেই।



৭, খাল রোড

৭, খাল রোড কোনো বাড়ি ছিল না। ছিল একটা দেয়াল।

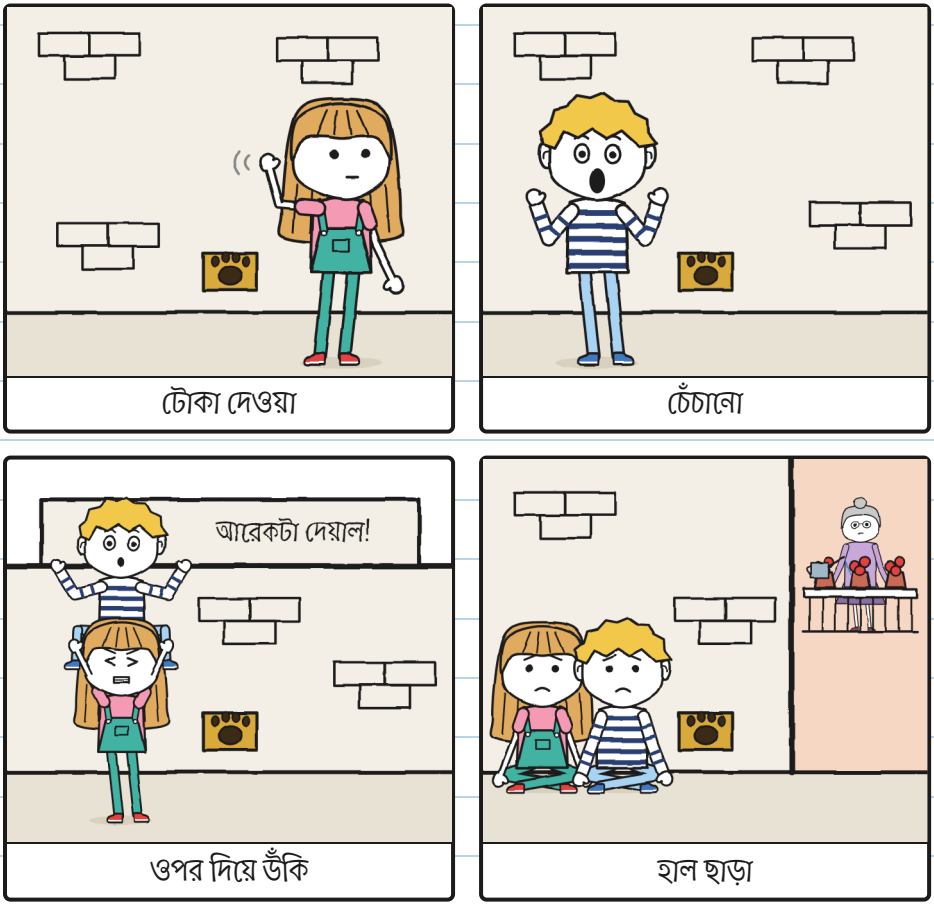
দেয়ালটা মসৃণ, দরজাও নেই, জানালাও নেই। শুধু একটা পিতলের ফলক ছিল। একদম নিচে, প্রায় মাটি ছুঁয়ে। তাতে একটা অদ্ভুত আকারের ফোকর।



পিতলের ফলক

"এটা কি ডাকবাক্স?" আমি বললাম। কিন্তু পার্সেলটা ঢুকল না।

আমরা দেয়ালটাকে নিয়ে সবরকম চেষ্টা করলাম:

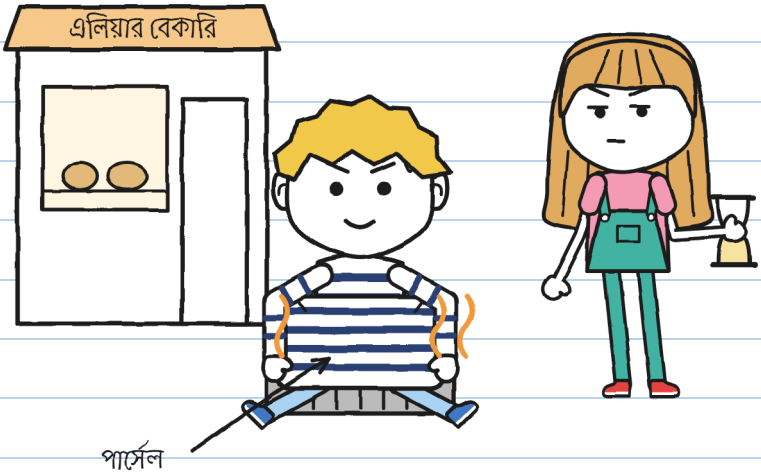


পাশের বাড়ির বারান্দায় এক মহিলা জেরানিয়াম গাছে জল দিচ্ছিলেন। তিনি আমাদের দেখছিলেন।
"ওই পার্সেলটা কত বছর ধরে আসছে," তিনি বললেন। "যেমন আসে, তেমনই ফিরে যায়।"

ঠান্ডা পড়েছিল। হুলিতা আবার লেবেলটা পড়ল।
"'গরম রাখুন'। এটা বছরের পর বছর বরফ-ঠান্ডা একটা তাকে পড়ে আছে।"

আমি নতুন। লেখা থাকলে "গরম রাখুন", আমি ওটা গরম রাখি।

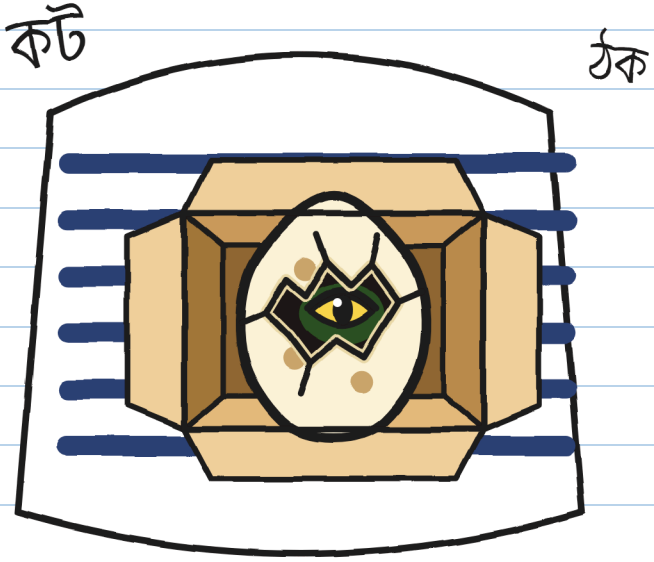
আমি পার্সেলটা সোয়েটারের নিচে ঢুকিয়ে নিলাম। আমরা আবার বড় সেতু পার হলাম। এলিয়ার বেকারির গ্রিলের ওপর বসে পড়লাম। ওখান দিয়ে ওভেনের হাওয়া বেরোয়।



তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে একটা পোয়াতি ডাকবাক্স।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। পাউরুটির গন্ধ ছিল। আমি ঘামছিলাম। তারপর... ঠক! পেটে কিছু একটা লাগল।

"তোমার পেট?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"আমার পেট ঠক করে না।"



আর পার্সেলটা আমার দিকে তাকাল।

একটা গল্প, ছয় সাইজ

সাইজ ছয়টা, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ভাষা ২০টিরও বেশি। XXS, XS, S, M আর L-এ পাতা একই, ছবিও একই। XL একটা উপন্যাস। শুধু বলার ধরনটা বদলায়।

সাইজ XXS · PRE-A1
হাঁচ্চো, ড্রাগন ছোট্ট আগুনের শিখা হাঁচে!

সাইজ XS · A1
আমি সাধারণ হাঁচি দিলাম। ও ছোট্ট আগুনের শিখা হাঁচল। শিখায় লেবেলের কোণ পুড়ল।

সাইজ S · A2
আমি হাঁচি দিলাম, সাধারণ হাঁচি। ও হাঁচি দিতেই ছোট্ট একটা আগুনের শিখা বেরোল। শিখাটা লেবেলের একটা কোণ পুড়িয়ে দিল। তারপর ছানাটা সেই কোণটা খেয়ে ফেলল।

সাইজ M · B1
আমি সাধারণ হাঁচি দিলাম, কিন্তু ও হাঁচি দিতেই ছোট্ট একটা আগুনের শিখা বেরিয়ে লেবেলের কোণটা পুড়িয়ে দিল। তারপর ও পোড়া কোণটা খেয়ে ফেলল।

সাইজ L · B2
আমি সাধারণ হাঁচি দিলাম; আর ও হাঁচি দিতেই ছোট্ট একটা আগুনের শিখা বেরিয়ে লেবেলের কোণটা ঝলসে দিল, আর তারপর, দিব্যি নির্বিকার ভঙ্গিতে, ও সেই ঝলসানো কোণটা খেয়ে ফেলল।

সাইজ XL · B2–C1
সচিত্র উপন্যাস · ১৩+
CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক।

যে যার সাইজে। গল্পটা একই। –হু.

প্রতিটা অধ্যায় অনুশীলন করো: linguaula.com